গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ ইয়াসীন অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২০ ডিসেম্বর , ২০২৩
সময়	:	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৮২৫), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন, গত সভার পর রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের পরিচয় ব্যক্ত করেন। সভাপতি নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যদের আহবান জানান। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সভাপতি বলেন, সাম্প্রতিককালে ট্রেনে এবং রেলের বিভিন্ন ধরণের স্থাপনাসমূহ নানাবিধ হামলার শিকার হয়েছে এবং নাশকতামূলক কার্যক্রম অনেক বেড়ে গেছে। এ কার্যক্রম প্রতিরোধে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নাশকতা প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের স্বার্থে স্থানীয় প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। জিআরপি, আরএনবি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে ট্রেন, রেললাইন এবং রেলওয়ের স্থাপনাসমূহ পাহারার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের ভেতর যাত্রী বেশে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটছে। নাশকতার ধরণ সময়ে সময়ে পরিবর্তন হচ্ছে। এজন্য তিনি ট্রেন চলার সময় লোকোমাষ্টার, গার্ড, ট্রেন পরিচালক, এটেনডেন্টসহ কর্মরত স্টাফ পরস্পরের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, ট্রেন এবং রেলের স্থাপনা নিরাপত্তার জন্য জিআরপি এবং আরএনবিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২৭০০ আনসার পদায়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া রাতে চলাচলরত ট্রেনগুলোর লোকোমাষ্টারদের স্বাভাবিকের থেকে স্পিড কমিয়ে সাবধানতার সাথে চলাচলের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। লোকোমোটিভ, কোচ যেসব জায়গায় রাখা হয় সেখানে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অনলাইনে সভায় যুক্ত জিএম (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, রুটিন ওয়ার্ক এর বাইরে ওয়েম্যানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের ডিউটি ভাগ করে দিয়ে রেললাইন এবং রেলস্থাপনা সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। রাতে-দিনে মোটর ট্রলি দিয়ে রেললাইন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অনলাইনে সভায় যুক্ত জিএম (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, ট্রেন চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে রাত ১১.০০ ঘটিকা থেকে ভোর ০৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এ্যাডভান্স পাইলটিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিভাগে ০৫টি এবং চট্রগ্রাম বিভাগে ০৪টি পয়েন্টে ইঞ্জিন/মটর ট্রলি দিয়ে এ্যাডভান্স পাইলটিং অব্যাহত আছে। ঝুঁকিপূর্ণ রুট বিবেচনায় কিছু ট্রেনের রুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং

কিছু মেইল ও লোকাল ট্রেন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রেনে কর্তব্যরত গার্ড ও এটেনডেন্ট'গণকে দরজা ও জানালা বন্ধ রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ট্রেনের চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের হেলমেট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিভাগীয় ও জোনাল পর্যায়ে কন্ট্রোল মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণ এবং জনসাধারণকে ট্রেনে এবং স্টেশনে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে যাতে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলে বা বুঝতে পারলে সাথে সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং রেলওয়ের কর্মচারীদের অবহিত করেন। রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে রেললাইনে এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রেললাইন সংলগ্ন এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদারের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করার কাজ অব্যাহত আছে।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন, মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন পত্রঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের এক মাসের উর্ধ্বে ৪২টি, তিন মাসের উর্ধ্বে ১০৪টি এবং ছয় মাসের উর্ধ্বে ৫১টি পত্র অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের তিন মাসের উর্ধ্বে ২টি পত্র অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি দ্রুত অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া না গেলে একবার তাগিদ পত্র দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন।	খ) (I) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (II) সমন্বয় সভায় উপস্থাপন ছাড়াও প্রতিমাসের ০৭ তারিখের মধ্যে অনিষ্পন্ন পত্রের তথ্য প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে। প্রশাসন-২ শাখা অনিষ্পন্ন পত্রের তথ্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। (III) দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। (IV) তদন্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া না গেলে একবার তাগিদ পত্র দিয়ে পরবর্তিতে মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে এবং খ (II) অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনিষ্পন্ন তথ্যের মধ্যে তদন্তের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩।যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অধিশাখা/ শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.২	সভায় সাম্প্রতিককালে ট্রেনে ও রেললাইনে নাশকতামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), তাদের গৃহীত কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করার সঙ্গে থাকতে হবে। (খ) জিআরপি, আরএনবি, আনসার এবং রেলকর্মচারীদের রোষ্টার ডিউটির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) মোটর ট্রলি/ইঞ্জিনের মাধ্যমে রেলপথে এ্যাডভান্স পাইলটিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ট্রেনের যাত্রী, রেলপথ সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। জিআরপি/আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৩	সভায় বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচলরোধ এবং জাল টিকেটে কেউ যেন ট্রেনে ভ্রমণ করতে না পারে সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকেট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং POS Machine এর মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থের তথ্য মাসভিত্তিক বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকেট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) POS Machine এর মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার অর্থসহ তথ্য প্রতিমাসে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২।অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩.৪	সভায় অডিট আপত্তি বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়ঃ (ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর-এ কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (গ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৫৫২৮টি (পুঞ্জীভূত) এবং এতে ৬২২,৫০৩,৯৮৬/-(পুঞ্জীভূত) টাকার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। নভেম্বর মাসে ০৬ টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হয়। বর্তমানে ৫৫২২ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবে গতানুগতিকভাবে একমত পোষণ করে জবাব অগ্রগামী করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় অনেকক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হলেও তা চিহ্নিত করা হয় না। ফলে উচ্চপর্যায়ের মিটিং এ সচিবকে জবাবদিহি করতে হয়। তিনি ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় এবং উভয় অঞ্চলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) ব্রডশিট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিতে ব্যক্তির অনিয়ম এবং দায় পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিত করে জবাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে এবং ব্রডশিট জবাব পাওয়া অডিট আপত্তিগুলো চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ ডিজি, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দ্রুত প্রেরণের জন্য সভাপতি ডিজি বি,আর কে অনুরোধ করেন। এছাড়া ব্রডশিট জবাব অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি) কে নির্দেশনা দেন।		
৩.৫	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি: ১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মোট ৩৬টি বিভাগীয় মামলা চলমান। নভেম্বর ২০২৩ মাসে ০১ (এক)টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে; ২. বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান ২১২টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে নভেম্বর ২০২৩ মাসে ১৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ১৯৫টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে; এবং ৩. রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরে কোন বিভাগীয় মামলা পেন্ডিং নেই।	(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: ১. সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে শূণ্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পয়েন্টম্যান পদে ৬৩৭ জন, খালাসী পদে ১৫৮৬ জন এবং ওয়েম্যান পদে ১৩৫০ জন ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। ২. (ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোট ১০ (দশ) কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (খ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (গ) রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি হালিশহর, চট্টগ্রাম কর্তৃক সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। রেক্টর,রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি। ২। যুগ্ম- সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তা/ বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৭	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি): (ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ এবং টিকেট কালোবাজারী রোধে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিনা টিকিটে ভ্রমণ প্রতিরোধকল্পে প্রতিমাসে চেকিং কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও স্টেশন প্লাটফরম মোবাইল কোর্ট, ব্লক চেকিং এবং চলন্ত ট্রেনে বিশেষ টিকিট চেকিং কার্যক্রম	রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ, টিকেট কালোবাজারী রোধ এবং খাবারের মান বজায় রাখা ও নির্ধারিত দামে খাবার বিক্রি নিশ্চিতে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সমন্বয় সভায়	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ

	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	চলমান আছে। অক্টোবর/২০২৩ মাসে রেলওয়ের উভয়াঞ্চলে চেকিং কর্মসূচীর সংখ্যা ১৫২৬টি, কেইস সংখ্যা-১,৭৯,৭০০টি এবং আদায়কৃত ভাড়া ও জরিমানার পরিমাণ ৩,৭২,৭২,৩৫৪/- টাকা।	উপস্থাপন করতে হবে।	মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: সভায় ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রতি মাসে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) রেল ও রেল স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করে ট্রেন পরিচালনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার জন্য এবং প্রতিমাসে এ সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।	ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(ঘ) পরিদর্শন: রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আকস্মিকভাবে বিভিন্ন ট্রেন এবং রেলস্টেশন পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করছেন। সভাপতি বলেন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী ট্রেনে বিনা টিকেটে অনেক মানুষ চলাচল করছে, এছাড়া অপরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম,হকার, হিজড়াসহ অবাঞ্ছিত লোকদের উৎপাতে যাত্রীদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা অনেকাংশে সম্ভব হচ্ছেনা। তিনি পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাত্রিদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান করেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ রেল ও রেলস্টেশন আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন; (খ) সমন্বয় সভায় পরিদর্শনের তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। (গ) যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৮	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র:নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মত বিনিময় সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া বিনা টিকেটে যাত্রী ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে যাতে ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত বিভিন্ন ট্রেনে বিশেষ চেকিং ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্লক চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। (ঘ) ট্রেনে নাশকতা/সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। (ঙ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৯	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ: সভায় জানানো হয়, রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমি উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪টি বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের নেতৃত্বে বেদখল হয়ে যাওয়া রেলভূমি উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে। জুলাই/২০২৩ হতে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ০৪ (চার) মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে মোট ৪৯.৯৩৫ একর অবৈধ দখলীয় রেলভূমি দখলমুক্ত করা হয়েছে। নভেম্বর/২০২৩ মাসে উভয় অঞ্চলে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক ১.৬৪ একর রেলভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২০' এর সংস্থান অনুযায়ী এসএসএই (ওয়ে) ও এসএসএই (ওয়ার্কস) এবং সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারদের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা রয়েছে। উদ্ধারকৃত জমি সংরক্ষণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া মাস্টারপ্ল্যানভূক্ত লাইসেন্স যোগ্য রেলভূমির লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে। উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য সংশ্লিষ্ট এসএসএই/কার্যগণ এবং বিভাগীয় প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে আরসিসি পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখল থাকা জমির উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে; (খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে উদ্ধারকৃত রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য পরিত্যক্ত রেল/RCC পিলার/বেড়া ও কাঁটা তার দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। (ঘ) মাসভিত্তিক অবৈধ দখল থেকে উদ্ধারকৃত জমি কার দায়িত্বে দখলে রাখা হচ্ছে তার তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা: সভায় জানানো হয় সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে নিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ১০৭টি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে চলমান মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ১৯০টি। নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে সার্টিফিকেট মামলাজনিত দাবীকৃত মোট টাকার পরিমাণ ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত ৫৮ টাকা। তন্মধ্যে নভেম্বর/২০২৩	সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে ক্রমপুঞ্জীভূত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৫ কোটি ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯ শত ৯ টাকা। নভেম্বর/২০২৩ মাসে উভয় অঞ্চলে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। অবশিষ্ট অনাদায়ী টাকা আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।		
৩.১১	রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম: সভায় জানানো হয় রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন, হাসপাতালগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ; (খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১২	রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কে আলোচনা: সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আদালতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের জন্য আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, উকিল নোটিশ বা ইনফরমেশন স্লিপ দেখেই কাজ বন্ধ করা যাবেনা। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) ইনফরমেশন স্লিপের তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে; (খ) আদালতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভাপতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। রেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সবাইকে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত নির্দেশনা নিশ্চিতকরণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জনাব মোঃ ইয়াসীন)
অতিরিক্ত সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়